mdj Av‡qvRb m‡šÍvlRbK wewµ

রিপোর্ট **আরিফ খান মিরণ ও এরশাদ খান**

আর মাত্র ছয়দিন পরই শেষ হবে মহান একুশের স্মৃতি বিজরিত একুশে বইমেলা ২০০৬। নানান সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এবারের মেলাকে সফলই বলতে হবে। স্টল বরাদ্দে কিছু অনিয়ম, ধুলা নিয়ন্ত্রণ ও শিশুদের জন্য আলাদা বুক কর্নারের ব্যবস্থা ছাড়া বাংলা একাডেমীর আয়োজন ছিল সন্তোষজনক। এবারের মেলায় বই আসছে রেকর্ড পরিমাণ। মেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত নতুন বইয়ের সংখ্যা ২০০০ ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করছেন প্রকাশকগণ। গত বছর মেলার ১৯তম দিন পর্যন্ত নতুন বইয়ের সংখ্যা ছিল ৯২৭টি আর এবারের বইয়ের সংখ্যা ১৯ দিনে ১৩৮০টি। বইয়ের সংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে ক্রেতা দর্শকও মেলায় আসছেন প্রচুর। প্রতিদিন মেলায় কতজন দর্শনার্থী আসেন তার কোনো পরিসংখ্যান না থাকলেও এই সংখ্যা যে অন্য যেকোনো বছরের চেয়ে বেশি এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। বেশি দর্শক আসা মানেই বেশি বিক্রি- এমন অনুমান করা যায় এবারের মেলা থেকে। 'বিকিকিনি কেমন?' এমন প্রশ্নের জবাবে প্রায় সব বিক্রেতাই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

মেলায় যে শুধু একই বা আটপৌরে ধরনের বই আসছে তা নয়- বইয়ের বিষয়-বৈচিত্রও উল্লেখ করার মতো। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতার পাশাপাশি আরো যেসব বিষয়ের ওপর এবারে মেলায় বই এসেছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো গবেষণা, ছড়া, শিশু সাহিত্য, জীবনী, রচনাবলী, মুক্তিযুদ্ধ, নাটক, বিজ্ঞান, ভ্রমণ ইতিহাস, রাজনীতি, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, কম্পিউটার, রম্য, ধাঁধা, অনুবাদ, অভিধান, ধর্ম, সায়েন্স ফিকশন ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, উপরে উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয়েই অনেক বই বেরিয়েছে, যা আমাদের বৃহত্তর পাঠক সমাজের পাঠ্যাভ্যাস বৃদ্ধির প্রমাণ বহন করে।

প্রতিবছরই মেলায় একক স্টল হিসেবে কাদের বিক্রি সবচেয়ে বেশি এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে বইয়ের গুণগত মান ও বিষয় বৈচিত্র্যের বিচারে বাংলা একাডেমীর বই বেশি বিক্রি হয় এমন কথা বলা যায়। ১৯ তারিখ পর্যন্ত হিসেব করলে দেখা যাবে একাডেমীর স্টল থেকে সর্বোচ্চ বিক্রি হয়েছে ১৭ তারিখ। এদিন ১ লাখ ৮৮ হাজার ৮১৪.৮০ টাকার বই বিক্রি হয়। ১৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর মোট বিক্রি ১৬ লাখ ৮৬ হাজার ৬৬১ টাকা। বিক্রির এই বিশাল টাকার বৃহৎ অংশই এসেছে অবিধান থেকে। বাংলা একাডেমীর English to Bengali ডিকশনারির চাহিদা বিপুল। মেলা শুরুর প্রথম দিকে 'ডিকশনারি আর নেই, এ বছর আর পাওয়া যাবে না' এই তথ্য প্রকাশ হওয়ায় পাঠকের মাঝে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। সংবাদ মাধ্যমেগুলোতে ব্যাপক সমালোচিত হয় বাংলা একাডেমী। কিন্তু ডিকশনারির এই সংকট পরে আর থাকেনি। এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ ডিকশনারি মজুদ আছে একাডেমীর স্টলে এই তথ্য জানান একাডেমীর তথ্য ও জন সংযোগ কর্মকর্তা মুর্শেদ আনোয়ার। শুধু ডিকশনারি নয় বাংলা একাডেমীর অন্যান্য বইয়েরও বিপুল চাহিদা আছে পাঠকমহলে। কিন্তু এবার মেলার অর্ধেক পার হয়ে যাওয়ার পর একাডেমীর নতুন বই এসেছে স্টলে। দ্রুততার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে পাঠক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করার ব্যাপারে একাডেমীর প্রশাসনিক দুর্বলতা রয়েছে। ব্যাপক পাঠক চাহিদা আছে এমন অনেক বইয়ের পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে না বছরের পর বছর। এ বিষয়ে মহাপরিচালক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, এ ব্যাপারে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, সেগুলো কাটিয়ে উঠতে হবে।

১৯৫৬ সালে বাংলা একাডেমী চারটি বিভাগ নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ৪টি বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করেন ৪ জন পরিচালক। বিভাগগুলো হলো গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ। গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী দেশের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এ পর্যন্ত বই প্রকাশিত হয়েছে ৪ হাজার ৪১০টি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় এক হাজার, জীবনী গ্রন্থমালা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত হয়েছে ২২০ জন পরলোকগত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী, গবেষক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদদের জীবনীগ্রন্থ। অনুবাদ বিভাগ থেকে ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় ৫০০টি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ পর্যন্ত বাংলা একাডেমী থেকে প্রায় ৬০টি অভিধান ও কোষগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল বাংলা একাডেমী। একাডেমীর শ্লোগান হলো 'বাংলা একাডেমী জাতির মননের প্রতীক'। গত বছর উদযাপিত হয়েছে বাংলা একাডেমীর সুবর্ণজয়ন্তী। এই ৫০ বছরে একাডেমীর অবদান নেহাত কম নয়। তবুও বিস্তর অভিযোগ আছে এর বিরুদ্ধে। কাগজে কলমে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত

হলেও সেখানে বরাবরই সরকারি দলের প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেছে। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের তথ্য ও বইয়ে একাডেমীর লাইব্রেরিটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ। কিন্তু অযত্ন ও অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে এসব অনন্য দলিল।

প্রতিবছর ফেব্রুয়ারির ২৫ তারিখ বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। বাংলা সাহিত্যে অবদানের দরুন দেয়া হয় এই পুরস্কার। উল্লেখ্য যে, ২০০১ সালে একাডেমীর সাহিত্য পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে এক লাখ টাকায় উন্নীত করে। একটি জাতীয় পুরস্কার হিসেবে এর অর্থমূল্য আরো বাড়ানো প্রয়োজন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ।

মেলার ১৯ দিনে যত বই বাজারে এসেছে এর মধ্যে উপন্যাস সবচেয়ে বেশি। এখন পর্যন্ত ২৮৩টি উপন্যাস এসেছে মেলায়। বরাবরই মেলায় উপন্যাস কেন বেশি প্রকাশিত হয় এবং এর বিক্রিও কেন বেশি এমন প্রশ্নের উত্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. এস নাসির উদ্দীন মুন্সী বলেন, 'উপন্যাস বেশি প্রকাশিত হয় এর সহজ কারণ হলো উপন্যাস বিক্রি বেশি হয়। আর উপন্যাস বিক্রি বেশি হওয়ার যেটা আমার কাছে কারণ বলে মনে হয় সেটা হলো এটি বুঝতে সহজ। সাধারণ পাঠককে উপন্যাস বুঝতে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না।' গতবারের তুলনায় এবার প্রায় দ্বিগুণ বেশি বই আসছে এটা কি আমাদের পাঠ্যাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষণ এমন এক প্রশ্নের উত্তরে জনাব মুন্সী বলেন 'অবশ্যই। আমাদের বই পড়ার অভ্যাস যে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এর মাঝে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এটাকে আরো বাড়াতে হবে। দেশে এখনো সুশৃঙ্খল লাইব্রেরি অবকাঠামো নেই, গড়ে তোলা যায়নি। খুব ভালো লাইব্রেরিসেবা না থাকলে পাঠক আগ্রহ করবে কেন? বিশ্ব তো এখন অনেক এগিয়ে গেছে। প্রত্যেকটা গ্রন্থাগারে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সুবিধা থাকতে হবে। ভারত, এমনকি শ্রীলংকাও এ বিষয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। ওদের লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক ও সেবার মান অনেক অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি দেখেছি ভারতের অনেক মন্ত্রী, আমলা, সামাজিক কর্মকর্তা এমনকি প্রধানমন্ত্রীও লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করতে আসছেন। আমাদের দেশে যা কল্পনাও করা যায় না। আসলে টেকনোলজিক্যালি উন্নত এই শতাব্দীতে বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। পেশাদারিত্বপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করতে চাইলে বই পড়তেই হবে। তাই দেখা যায় যাদের মধ্যে বইপড়ার অভ্যাস বেশি তারা চিন্তা, গবেষণা ও অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধিশালী। শুধু বইপড়ার অভ্যাসই একটি জাতির ভাগ্য বদলে দিতে পারে।'

মেলায় প্রতিদিন বিক্রি এক রকম হয় না। কারণ ছুটির দিনে লোক সমাগম বেশি, বিক্রিও বেশি। কিন্তু প্রতিদিনই জমে ওঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, লালন গীতি, আধুনিক গান ইত্যাদি প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। লেখক কুঞ্জে বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের অনুষ্ঠান থাকে প্রতিদিনই। তবে বটতলার কবিতা পাঠের আসর প্রতিদিন জমে না। হঠাৎ করে যদি জমে ওঠে তাহলে দেখা যায় পথকবিরাই স্বরচিত কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে শ্রোতাদের আনন্দ দেন।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের রচনাসমগ্র-১ এর মোড়ক উন্মোচন

সাহিত্যিক হিসেবে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের বিচরণ প্রায় প্রতিটি শাখায়। কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ কিংবা নাটক সবটাতেই তাঁর কীর্তি উজ্জ্বল। তাঁর লেখায় পাওয়া যায় যুগসচেতন, ভাবুক এবং আলোকিত মানসের ছায়া। এবারের বইমেলায় অন্য প্রকাশ নিয়ে এলো আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের রচনাসমগ্রের প্রথম খন্ড। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে বইটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবদুস শাকুর, রফিক আজাদ ও আনিসুল হকসহ দেশবরেণ্য গুণী ব্যক্তিরা।

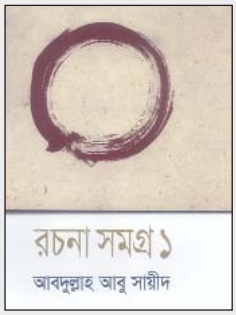

মেলায় আগত উল্লেখযোগ্য বই

মাওলা

প্রবন্ধ/গবেষণা/মুক্তিযুদ্ধ : বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের 'শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদাতাদের জয় হোক', আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'রচনা সমগ্র-৪', নির্মলেন্দু গুণের 'হিটলারের পুনর্জন্ম', বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানীর 'ছহি মুক্তিযুদ্ধনামা', গোলাম মোর্তোজার 'ফজলে হাসান আবেদ ও ব্র্যাক', মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরের 'গণতন্ত্র', সাইমন জাকারিয়ার 'প্রাণমহি বঙ্গমাতা' (২য় খন্ড)', ড: মস্তাফা মজিদের 'বাংলাদেশের মঙ্গোলীয় আদিবাসী'।

জীবনী/স্মৃতিচারণ/ স্বারকগ্রন্থ/ভ্রমণ : শামসুর রাহমানের 'নির্জনতা থেকে জনারণ্যে', সৈয়দ শামসুল হক 'বিশাল বাংলায়', মুনতাসীর মামুনের 'ঢাকার স্মৃতি', মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত 'স্মৃতিকথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'।

গল্প/উপন্যাস/ নাটক : সৈয়দ শামসুল হকের 'লেডি', আনিসুল হকের '...এবং অন্ধকার', আবিদ আনোয়ারের 'তিন পাখনার প্রজাপতি', সেলিম আল দীন 'রচনা সমগ্র-১, ২'।

কবিতা : মহাদেব সাহার 'দূর বংশীধ্বনি', আবু করিমের 'লেলিহান লেখাজোকা'।

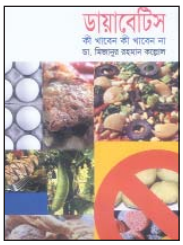

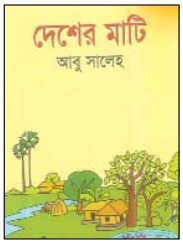

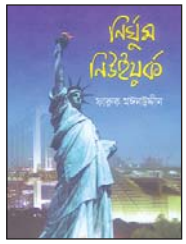

সম্প্রতি সিরডাপ মিলনায়তনে অধ্যাপক মেসবাহ কামাল সম্পাদিত 'Diversity and Citizenship' গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে রাজা দেবাশীষ রায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এসএমএ ফায়েজ, নাসরিন হক ও মেসবাহ কামাল।

সময় প্রকাশন

কল্প বিজ্ঞান : মুহাম্মদ জাফর ইকবালের 'রুহান রুহান'।

উপন্যাস : আনিসুল হকের উপন্যাস 'দুঃস্বপ্নের যাত্রী'।

অনুবাদ : কবীর চৌধুরী অনুদিত কবিতার 'দেশ-বিদেশের লোকগল্প', শামসুর রাহমান অনূদিত 'হ্যামলেট'।

ইতিহাস : মুনতাসীর মামুনের, '১৯ শতকে পূর্ববঙ্গের মুদ্রণ ও প্রকাশনা'।

কাব্য : হাসান হাফিজুর রহমানের, 'প্রেমের কবিতাসমগ্র'।

গবেষণা/ ইতিহাস/ মুক্তিযুদ্ধ : ড: একেএম ইয়াকুব আলীর 'মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা', হামিদুল হোসেন তারেক বীর বিক্রমের 'বিষাক্ত বর্ষার অজস্র ফলা'।

প্রবন্ধ : বুলবন ওসমানের 'নন্দনতত্ত্বের গোড়ার কথা', তুষার আব্দুল্লাহর 'বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা'।

শওকত ওসমানের স্মৃতি কথা 'রাহনামা'।

অনন্যা প্রকাশনী

ইতিহাস-প্রবন্ধ-স্মৃতিচারণ-ভ্রমণ-জীবনী : কবীর চৌধুরীর 'প্রবন্ধ সমগ্র-৩' ও 'ন্যুড চিত্রকর্ম', আবুল কালাম মঞ্জুর মোর্শেদের 'ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', ড. সফিউদ্দিন আহমদের 'সাহিত্যের সেকাল ও একাল', শাহরিয়ার কবিরের

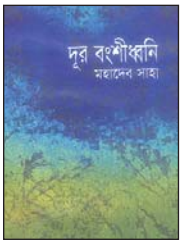

'বাংলাদেশে জঙ্গি মৌলবাদ', মুনতাসির মামুনের 'উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র-১০', মুহম্মদ ইব্রাহীম বীর প্রতীকের 'বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধা, পরাজিত নাগরিক', ডা. এমএ হাসানের 'প্রসঙ্গ ১৯৭১ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ'।

কৃষি বিষয়ক : শাইখ সিরাজের 'মাটি ও মানুষের চাষবাস'।

ভ্রমণ বিষয়ক : রাবেয়া খাতুন 'গল্প সমগ্র-২'। নির্মলেন্দু গুণের 'ভ্রমণ সমগ্র', আব্দুল হাই শিকদারের 'ভ্রমণ সমগ্র'।

কিশোর উপন্যাস : মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'লিটু বৃত্তান্ত', আনিসুল হকের 'বোকা গোয়েন্দা', ফরিদুর রেজা সাগরের 'ময়মনসিংহের ময়না', 'নাটক নাটোরে' ও 'কুষ্টিয়ায় কিছুক্ষণ': আমিরুল ইসলামের 'ধ্রুব ও বৃষ্টির রং', মোস্তফা কামালের 'বিজ্ঞানী লীরা ও জীবন্ত কঙ্কাল'।

কবিতা : শামসুর রাহমানের 'কবিতা সমগ্র-২, আল মাহমুদ 'কবিতা সমগ্র-২': AL Mahmud- 'AL Mahmud in English'.

কানাডা প্রবাসী লেখক জসিম মল্লিকের তিনটি নতুন গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। রাজনৈতিক ঘটনাবলী নিয়ে উপন্যাস শাপমুক্তি (অনন্যা), গল্পগ্রন্থ অধরা নামের মেয়েটি (অনন্যা) এবং কানাডার জীবন যাপন সুখ দুঃখ নিয়ে কলাম অবান্তর কথকতা।

ঐতিহ্য

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক : নিজাম উদ্দিন লস্করের 'একাত্তরের রণাঙ্গনে', মেজর কামরুল হাসান ভুঁইয়ার 'মুক্তিযুদ্ধের অ্যালবাম', ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জয়ন্ত কুমার সেনের '১৯৭১ সময়ের সাহসী সন্তান', বিপ্রদাস বড়ুয়ার 'মুক্তিযুদ্ধের গল্পসমগ্র-২'।

রচনা সমগ্র : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১-৫ (৫ খন্ড): বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১-১০ (১০ খন্ড), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১-১০ (১০ খন্ড): জীবনানন্দ দাশ ১-৬ (৬ খন্ড), সৈয়দ আলী আহসান-১, শামসুর রহমান-২, আল মাহমুদ-৭, মোহাম্মদ রফিক-১, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-১।

আত্মজীবনী : আহমদ রফিকের 'পথ চলতে যা দেখিছি'।

প্রবন্ধ/ গবেষণা/ সমালোচনা/ কলাম : ফরহাদ মজহারের 'গণপ্রতিরক্ষা, জাতীয় সার্বভৌমত্ব : ভারত-বাংলাদেশ পরিস্থিতির আলোকে', ফয়েজ আহমদের 'কলাম কলাম', সৈয়দ আজিজুল হকের 'বাংলা কথাসাহিত্য : বিবিধ অনুষঙ্গ', সিরাজুল ইসলামের 'জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প : জীবন জিজ্ঞাসা ও শৈলী বিচার'।

কবিতা : শামসুর রাহমানের 'না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন', 'অন্ধকার থেকে আলোয়', আল মাহমুদের 'বারুদগন্ধী মানুষের দেশ', আলফ্রেড খোকনের 'ফাল্গুনের ঘটনাবলী'।

রম্য : আতাউর রহমানের 'বিশ্ব বরেণ্যদের রম্য উপাখ্যান'।

পুরাণ : সুজন কবীরের 'মিথ'।

সায়েন্স ফিকশন : জাকারিয়া স্বপনের 'আকতানিন', হাসান খুরশীদ রুমী সম্পাদিত 'আইজ্যাক আজিমভ সায়েন্স ফিকশন গল্প-৬, রাশিয়ান সায়েন্স ফিকশন গল্প-৫ ও আর্থার

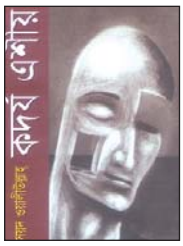

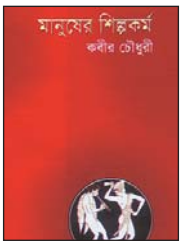

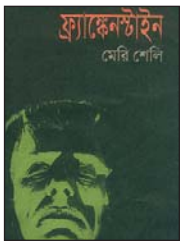

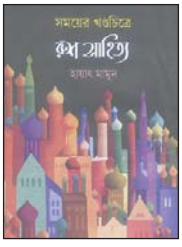

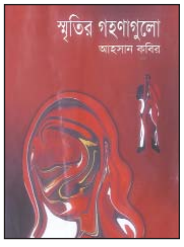

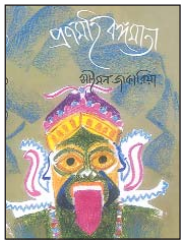

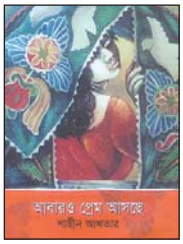

সি ক্লার্কের সায়েন্স ফিকশন গল্প-২।

অনুবাদ : আনোয়ার হোসেইন মঞ্জুর 'দি সোল অব রুমী'- কোলম্যান বার্কস', প্যারাডাইজ এন্ড আদার স্টোরিজ (খুশবন্ত সিং), মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন বিশ্বাসের, 'মোগল শাসন ব্যবস্থা'- ড. হরিশঙ্কর শ্রীবাস্তব, সা'দ উল্লাহর 'অটোবায়োগ্রাফিক অব এন ইন্ডিয়ান প্রিন্সেস', বিশ্বনাথ দাস ইফতেখার আমিনের 'মায়দা জীন পি স্যাসন', দ্য প্রফেসিস অব নস্ত্রাদামাস-১, এরিকা চিযাম শিশু-কিশোর, মঈনুল আহসান সাবেরের 'তিলকের গল্প'।

জাগৃতি প্রকাশনী

প্রবন্ধ : মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'আরো একটি বিজয় চাই', মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের 'কত ভাগ্যে বাংলাদেশ, 'কোথায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ', ডিপি বড়ুয়ার, 'বাঙালি বৌদ্ধদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য', আবুল কাশেম ফজলুল হকের 'উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণীর ও বাংলা সাহিত্য', হামিদুল হোসেন তারেক বীর বিক্রমের 'ধানসিড়ি ও কডিখালী বাঁকের মুক্তিযুদ্ধ', চিন্ময় মুৎমুদ্দীর 'সংবাদভাষ্যে গণমাধ্যম'।

রম্য রচনা : আহসান হাবীবের 'ভ্রমণং গমণং গচ্ছামি', আসমার ওসমানের 'বিখ্যাতদের সত্যি জোক্স': রিদাত ফারহানের 'রাশান জোকস' ও 'চিনা জোক্স'।

সাইন্স ফিকশন : ফরিদুর রেজা সাগরের 'প্যাট্রিকের গরিলা'।

উপন্যাস/ছোটগল্প : কবীর চৌধুরীর 'চোখের আলোয় দেখেছিলাম': শওকত আলীর 'কাহিনী ও কথোপকথন': আহসান কবিরের 'ভালোবাসা মরে যায় মুগ্ধতা মরে না'।

ছড়া/কবিতা : আমীরুল ইসলামের 'এক ঢিলে দুই পাখী': Muhmmad Habibur Rahman 'The Roodmap to peace But Nowhere to go'.

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

আব্দুশ শাকুরের 'শ্রেষ্ঠ গল্প', ইভান বুনিন 'লোকালয়', রনদা প্রসাদ সাহার 'জীবন কথা', আলবেয়ার কাম্যু 'দি আউট সাইভার', বেগম রোকেয়া 'অবরোধ বাসিনী', অমিয়নাথ স্যানাল 'স্মৃতির অতলে', হেমেন্দ্র কুমার রায় 'যক্ষের ধন', সালাফাইটের ঝাঁপী, ট্রয়ের রমণীরা, সুনিল কুমার গঙ্গোপাধ্যায় 'ফ্রাঙ্কেনসটাইন', পার্ল এস বার্ক 'গুড আর্থ', মেরি শৈলির 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন', আলবেয়ার কামুর 'দি প্লেগ', সৈয়দ মুজতবা আলীর 'সেরা রম্যরচনা', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', ইউজীন ও 'নীল-এর 'ছায়া বাসনা', হেমেন্দ্র কুমার রায়ের 'যকের ধন'।

দিব্য প্রকাশ

আবু হামেদ হাবিবুল্লাহ অনূদিত 'আলবেরুনীর ভারততত্ত্ব': আবুল কালাম মোঃ যাকারিয়ার 'বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ', নবাব সিরাজ উদ-দৌলা', 'বাংলাদেশের প্রাচীন কীর্তি (হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ), বাংলাদেশের প্রাচীন কীর্তি (মুসলিম যুগ), সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন (মূল : সৈয়দ গোলাম হোসেন বাতবায়ী), অক্ষয় কুমার মৈত্রের 'রাণী ভবানী', বশীর আলহেলালের 'আমাদের বিদ্বৎসমাজ', খন্দকার মাহমুদুল হাসানের 'বাংলাদেশ কোষ', মঈনুল আহসান সাবেরের 'এই দেখা যায় বাংলাদেশ'।

অনুপম প্রকাশনী

ড. কানাই লাল রায়ের 'গুরু নানকের গল্প', মোকারম হোসেনের 'বিপন্ন প্রজাতির খেরোখাতা', ড. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তীর 'হারানো দিনের গান' ডা. এ কে এম ফজলুল হকের 'বৃহদন্ত্র, পায়ুপথ ও পাইলস্', ডা. প্রণব কুমার চৌধুরীর 'শিশুর লাইফস্টাইল', ডা. দেওয়ান ওয়াহিদুন নবীর 'মানসিক রোগ ও সাইকোথেরাপি', ডা. মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের 'মনের সুখ মনের অসুখ'। রবিশঙ্কর মৈত্রীর 'আধুনিক বাংলা বানান অর্থ উচ্চারণ অভিধান'। সেলিনা সুলতানার

রক্তের বৃষ্টিতে ভিজছে
তার চোখে রক্তাক্ত জীবন
ধীরে ধীরে কিশোরী অদৃশ্যে
কোথাকার আমি?
ভিড়ের মাঝখানে
বিক্ষত শরীর নিয়ে বেঁচে আছি।
মোতালেব শাহ আইয়ুব

কোথাকার আমি

মোতালেব শাহ
আইয়ুবের
কবিতার বই

পাওয়া যাচ্ছে বইমেলায়

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার

একুশে বই মেলায় নতুন বই

RvKvwiqv ¯c‡bi
weÁvb KíKvwnbx (HwZn¨ cKvkbx)

AvKZvwbb
GKRb A`k¨ gvbexi Kvwnbx

eB wb‡q †c‡gi Mí
(mgq cKvkb)

P‡j v we‡q K‡i †dwj

বাংলা একাডেমী অমর একুশে

তারিখ	গল্প	উপন্যাস	প্রবন্ধ	কবিতা	গবেষণা	ছড়া	শিশুসাহিত্য	জীবনী	রচনাবলী	মুক্তিযুদ্ধ	নাটক
০১.০২.০৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০২.০২.০৬	২	৯	৩	-	-	-	-	১	-	-	-
০৩.০২.০৬	১৭	২৬	৫	১৩	১	৩	৫	২	-	৩	১
০৪.০২.০৬	১৭	২২	৪	১২	২	২	১৪	৫	-	৩	১
০৫.০২.০৬	৬	১৬	২	৭	-	২	১৭	১	-	২	১
০৬.০২.০৬	১৮	৮	৫	১০	-	৩	২	৪	-	১	-
০৭.০২.০৬	১৩	১৭	৪	১১	১	৩	৪	১	-	২	-
০৮.০২.০৬	১২	১২	১	১৫	১	৩	১	৩	২	-	১
০৯.০২.০৬	৭	১২	৫	১৬	১	১	৭	১	-	-	১
১০.০২.০৬	২৬	৪১	৬	৩১	-	৩	৪	৭	-	৫	২
১১.০২.০৬	৯	১৯	৫	২১	-	৩	৪	৩	-	১	-
১২.০২.০৬	৪	১৬	২	২২	২	২	৭	২	-	-	-
১৩.০২.০৬	৫	৯	২	২০	২	২	১	১	-	-	১
১৪. .০২.০৬	৮	১১	৪	২০	-	২	২	১	-	২	১
১৫.০২.০৬	৬	১৪	৪	১৬	-	৩	৫	১	-	১	-
১৬.০২.০৬	৬	১১	৫	১৮	১	২	-	-	-	১	-
১৭.০২.০৬	১৯	২৮	১১	২৫	২	৪	২	৩	-	২	১
১৮.০২.০৬	৭	১২	২	১২	-	৪	৫	-	-	-	১
১৯.০২.০৬	৫	৯	৩	১৩	১	-	-	১	-	২	-
মোট	১৮৭	২৯২	৭৩	২৮২	১৪	৪২	৮০	৩৭	২	২৫	১১

‘দেশি-বিদেশী রান্নার রেসিপি’।

সাহিত্য প্রকাশ

ফেরদৌসী মজুমদারের ‘মনে পড়ে’, সেলিনা বাহার জামানের ‘পথে চলে যেতে যেতে’, কবীর চৌধুরীর ‘নাই বা হল পারে যাওয়া’, সৈয়দ মামসুল হকের ‘কথা সামন্যই’, আহমদ রফিকের ‘সাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতি ভাবনা’, হারুণ হাবিবের ‘Islamic Fundamentalism in Bangladesh’ শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

পার্ল পাবলিকেশন্স

আনিসুল হকের ‘তিনি এবং একটি মেয়ে’ ও ‘রম্য অরম্য’, মোস্তফা কামালের ‘রঙ্গশালার নায়িকা’, ঝর্নাদাশ পুরোকায়স্থর ‘আমি সন্ধ্যার মেঘ’, তৌহিদ হাসানের ‘মাদার তেরেসা জীবন ও কর্ম’, মোকাররম হোসেনের ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’, মনি হায়দারের ‘সারারাত’: ধ্রুব এষের ‘শীতকাল’।

মুক্তধারা

অধ্যাপক বরেণ চক্রবর্তীর ‘প্রতিদিনের স্বাস্থ্য সমস্যা ও প্রতিকার’, ড. আশরাফ সিদ্দিকীর ‘প্যারিস সুন্দরী’, সৈয়দ আবুল মকসুদের ‘রবীন্দ্র রাজনীতি’।

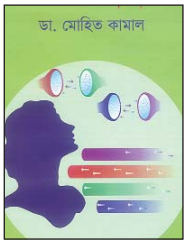

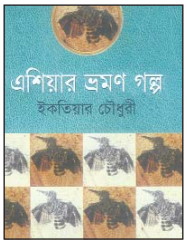

অনুপম প্রকাশনী

ড. সুকুমার বিশ্বাসের ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১: আগরতলা ত্রিপুরা দলীলপত্র’, বেগম মুশতারী শফীর ‘স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন’। রবি রায়ের ‘পাশ্চাত্য দর্শনের ধারা ও মার্ক্সীয় রাজনীতি’, আনিসুল হকের ‘গদ্য কার্টুন’। ড. করুণাময় গোস্বামীর ‘রবীন্দ্রনাথের প্যালেস্টাইন ভাবনা ও অন্যান্য’, ড. মোহাম্মদ হান্নানের ‘কিবরিয়ার অর্থনীতি।’

মিজান পাবলিশার্স

নির্মলেন্দু গুণের ‘গদ্য সমগ্র-৩’: রাবেয়া খাতুনের ‘নির্বাচিত উপন্যাস’, লুৎফর চৌধুরীর ‘মোগল স্থাপত্য’, আবুল কালাম

গ্রন্থমেলা ২০০৬ : বিষয়ভিত্তিক নতুন বই

	বিজ্ঞান	ভ্রমণ	ইতিহাস	রাজনীতি	চি:স্বাস্থ্য	কম্পিউটার	রম্য/ধাঁধা	ইসলামিক	অনুবাদ	অভিধান	সা: ফিকশন	অন্যান্য	মোট
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	০
	-	১	১	-	-	-	-	-	-	-	-	৯	২৬
	১	-	৩	১	২	-	৩	১	-	-	৩	১০	১০০
	২	-	৪	১	৬	-	-	-	-	-	১৩	-	১০৮
	১	১	৫	১	-	-	২	৩	-	-	১	২	৭০
	-	১	১	১	১	১	-	২	১	১	-	৩	৬৩
	২	-	২	১	-	১	২	৭	-	-	২	১৪	৮৭
	-	-	১	২	১	১	১	২	-	-	-	৫	৬৪
	-	১	-	২	২	-	২	৩	-	-	১	১২	৭৪
	২	১	২	৫	১	১	৩	৩	২	-	-	২৪	১৬৯
	৫	-	১	৩	-	১	২	-	-	-	১	৩	৮১
	-	-	২	-	-	-	-	২	২	-	-	৪	৬৭
	-	-	-	৪	-	-	১	৪	-	-	-	২	৫৪
	-	-	২	২	-	-	-	২	-	-	-	২	৫৯
	১	-	১	-	-	-	-	৪	-	-	-	১২	৬৮
	-	১	-	৪	১	-	-	৩	২	-	-	৮	৬৩
	২	৩	২	১	-	২	১	৩	২	১	-	৬	১২০
	২	১	-	১	২	-	-	২	১	-	১	৯	৬২
	-	২	১	-	১	-	২	-	-	-	২	৩	৪৫
	১৮	১২	২৮	২৯	১৭	৭	১৯	৪১	১০	২	২৪	১২৮	১৩৮০

মনজুর মোরশেদের 'রাজনৈতিক সংঘাত', আসাদ চৌধুরীর 'মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য গল্প' এবং 'ঘরে ফেরা সোজা নয়', আল মাহমুদের 'জল অরণ্য', শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের 'জেলহত্যা মামলা', অসিম সাহার 'অন্ধকারে মৃত্যুর উৎসব', ফরিদুর রেজা সাগরের 'নির্বাচিত কিশোরগল্প' ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের 'গণতন্ত্রের সংগ্রামে বাংলাদেশ'।

শ্রাবণ প্রকাশনী

বদরুদ্দিন উমরের 'বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চা,' 'বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি' Imperialism and Communalism, 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা', আনু মুহাম্মাদের, 'পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ ও অনুন্নত বিশ্ব': 'বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান', মোহরার হাসানের 'নয়া উদারবাদী বিশ্বায়ন ও জনমানুষের প্রতিরোধ': মারুফ রায়হানের 'শিল্পী মুর্তজা বশীরের জীবন'।

আগামী প্রকাশী

মুক্তিযুদ্ধ : পান্না কায়সারের 'আমি ও আমার মুক্তিযোদ্ধা', শ্যামলী নাসরীন চৌধুরীর 'ছমিরনের একাত্তর', হেলেন কাদেরের, 'পাকিস্তানে বন্দিজীবন-১৯৭১'।

ইতিহাস : নূরুননাহার বেগমের 'মানুষের ইতিহাস' আধুনিক ইউরোপ: আব্দুল হালিমের 'মায়া আজটেক ও ইনকা সভ্যতা', ড. মোহাম্মদ হান্নানের 'নব্বই দশকে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন', মোহাম্মদ আমীন 'অভয়নগরের ইতিহাস'।

উপন্যাস : হাসনাত আব্দুল হাইয়ের 'নভেলা', ইমতিয়ার শামীমের 'মোল্লা প্রজাতন্ত্রী পবন কুটির', জাহিদুল হকের 'তোমার না আসায় বার্ষিকী', জাহিদ হাসানের 'রমণ', লিলিয়ানের 'ইন্দিরা রোড'।

কবিতা : মনজুরে মওলার, পেয়েছি কি?' হুমায়ুন আজাদের 'অগ্রন্থিত সাক্ষাৎকার', একুশে আমাদের অঘোষিত স্বাধীনতা দিবস'।

আত্মজীবনী : সরদার ফজলুল করিমের 'আমি রশো বলছি', মতিয়া চৌধুরীর দেয়াল দিয়ে ঘেরা', সৌরভ গাঙ্গুলির ওপর রচিত রঞ্জন সেনের 'প্রিন্স অব ক্যালকাটা'।

একুশে বাংলা প্রকাশন

ড. আশরাফ সিদ্দিকীর 'প্রবন্ধ সমগ্র', শামসুর রাহমানের 'কবে শেষ হবে কৃষ্ণপক্ষ', সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'দন্ডের মেরুকরণ', নির্মলেন্দু গুণের 'বাঙালির জন্মদিন ও অন্যান্য প্রবন্ধ', আসাদ চৌধুরীর 'চুম্বন করিনি আগে ভুল হয়ে গেছে', বদরুদ্দিন উমরের 'মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা যুদ্ধের জয়-পরাজয়', কবীর চৌধুরীর 'হোর্হে বোর্হেসের নির্বাচিত গল্প', আনু মুহাম্মদের, 'সত্তর দশকে', ধ্রুব এষের 'ভুতুড়ে ব্যাপার'।

কাকলী

আনিসুল হকের 'নন্দিনী', আব্দুল করিমের 'বাংলার মুসলমানের সামাজিক ইতিহাস', ড. রশীদুল আলমের 'গ্রিক দর্শনের ইতিহাস', নূর নবীর 'দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস' (মূল : আহমদ সালিশ) এবং আব্দুল হাই শিকদারের সম্পাদনায়, 'টেন ডেজ দ্যাট ডিসমেমবারড্ পাকিস্তান'।